ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান॥

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ব্যাখ্যা:—

সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি-কল্পনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। পদটির মূলভাব— নবমী নিশিতে গৌরি-পরদিবসের আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার অভিপ্রকাশ এবং নবমী রাত্রিকে প্রাণদাত্রী রূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওয়ার জন্যে নিবেদন জানান। আলোচ্য পদেও দেবীভাবাপেক্ষা মানবীয় ভাবের ভাবনার প্রাধান্য। এখানে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গজননীরূপে অঙ্কিতা— উমা নাম্নী কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরা।

নবমীর নিশাবসানে দশমী প্রভাতে উমা উমা চলে যাবেন বলে মেনকা নবমী নিশিকে অবসিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। নবমী রাত্রি তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কপট বলে মনে হয়েছে। কেননা সে সৎ ও সরলের মান রাখে না, সুচন্দন পদ্মফুল নবমী নিশার চরণে মেনকা অঞ্জলি স্বরূপ অর্পন করবেন— যদি সে দশমী প্রভাতকে বাধা দান করতে পারে; শিরের বজ্র-রূপী বান দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কন্যামুখ দর্শন করে যে মেনকা সর্বদুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলেন, নবমী রাত্রিতে তা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে। কমলাকান্ত তাই ভনিতায় বলেছেন যে, উমাকে মাতৃস্নেহের দুর্ভেদ্য দুর্গে হৃদয়াসনে চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত রাখতে হবে।

Scanned by TapScanner